সংবাদ

তারিখ ... 11 JUL 2008
পৃষ্ঠা - ৫ কলাম ...

১০ হাজার শিক্ষার্থী শিক্ষা উপকরণ থেকে বঞ্চিত

প্রতিনিধি, মহম্মদপুর (মাগুরা)

মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলার মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় (পিইডিপি-২-দ্বিতীয়) ৬৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা উপকরণ কিনতে ৬ লাখ ৯০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কিন্তু ৫৮টি বেসরকারি রেজি. প্রথমিক বিদ্যালয়ে ১০ হাজার শিক্ষার্থী সরকারি শিক্ষা উপকরণ থেকে রয়েছে বঞ্চিত।

মহম্মদপুরে ১২৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৬৯টি সরকারি ও ৫৮টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সরকারি বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৩ হাজার ৫০১ জন। অন্যদিকে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রয়েছে ৯ হাজার ৩৫৪ শিক্ষার্থী। উভয় সময়সূচি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা এক ও অভিন্ন। কিন্তু সরকারি সাহায্য ও সহায়তার ক্ষেত্রে রয়েছে বৈষম্য। এর প্রভাব পড়ছে শিক্ষার্থদের ওপর।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচারক খোন্দকার মো. আস্যদুজ্জামান স্বাক্ষরিত চিঠিতে উল্লেখ করা হয় মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চতকরণে উপজেলার প্রথম পর্যায়ে ২০, দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪৯সহ মোট ৬৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা উপকরণ কেনার জন্য ১০ হাজার টাকা করে দুই কিস্তিতে ৬ লাখ ৯০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বিদ্যালয় প্রতি ১০ হাজার টাকায় ২৯টি শিক্ষা উপকরণ দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণে শিক্ষা উপকরণ বরাদ্দ দিলেও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

উপজেলার সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা প্রায় সমান। শিক্ষার মান ক্ষেত্র বিশেষ সরকারি বিদ্যালয় থেকে বেসরকারি বিদ্যালয় ভাল। সরকারি বিদ্যালয়ে প্রতি ৪০ শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক থাকেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা যাই হোক না কেন, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪ জন শিক্ষক নির্ধারিত। সরকারি প্রতিষ্ঠানে রয়েছে প্রয়োজনীয় শ্রেণী কক্ষ, আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ৪ কক্ষ বিশিষ্ট একটি শ্রেণী কক্ষ রয়েছে। শিক্ষার্থী বাড়লেও কক্ষ সম্প্রসারণের কোন বরাদ্দ নেই। নেই আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। প্রতি বছর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, শিক্ষকদের জন্য বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা, শিক্ষক নির্দেশিকা, শিক্ষক সহায়িকা, আবশ্যকীয় শিক্ষাক্রমভিত্তিক শিখন শেখানো কার্যক্রম, আবশ্যকীয় শিক্ষণক্রম, প্রশ্ন-সম্পর্কিত বই বিতরণ করে। ওইসব বই শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হলেও এসব বই থেকে বঞ্চিত বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। সরকারি শিক্ষকদের ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও বেসরকারিদের ক্ষেত্রে তা নেই।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ বেরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক শেখ রেজাউল হক রিজু বলেন, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা উপকরণ অপরিহার্য উপাদান। প্রায় প্রতি বছরই সরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণের জন্য অর্থ বরাদ্দ থাকলেও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তা থেকে বঞ্চিত। বেসরকারি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মাহাবুবুর রহমান বলেন, ছোট শ্রেণী কক্ষে গাদাগাদি করে পাঠদান করাতে হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী না বাড়লেও প্রতি বছর বাড়ছে ভবন, আসবাবপত্র ও শিক্ষক।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, পর্যায়ক্রমে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা উপকরণ দেয়ার চিন্তা করছে সরকার। তবে একই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য থাকা উচিত নয়। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী চলতে হয় বলে এ ক্ষেত্রে আমাদের কিছু করার নেই।